

এজন্য আবদেনকারীর ওই ব্যাংকে আগ থেকে হিসাব থাকা বাধ্যতামূলক নয়। আবদেন করতে কোনো ধরনের ফাঁদা খরচও দিতে হবে না।

না।

কারা আবদেন করতে পারবেন

আবদেনের শেষে তারিখে সর্বোচ্চ ২৮ বছর বয়সী বাংলাদেশের নাগরিকরা এ কর্মসূচির জন্য আবদেন করতে পারবেন। আবদেনকারীকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থায়ী বাসনিদা হতে হবে।

নজিস্ব ব্যবসায়িক উদ্যোগ, ব্যবসায়িক ধারণা অথবা নতুন ব্যবসা শুরু করার বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা থাকলেই আবদেন করা যাবে। এমনকি বাস্তবসম্মত ব্যবসায়িক ধারণা থাকলেও আবদেন করার সুযোগ রয়েছে।

তবে আগে ব্যবসার জন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়া থাকলে, কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান খলোপিসিবে চহিনতি হলে কহিবা সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে এ কর্মসূচির আওতায় অর্থায়নের জন্য আবদেনকারীকে যোগ্য বহিচেনা করা হবে না।

সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা অর্থায়ন

নরিবাচতি উদ্যোক্তার প্রকৃত ব্যবসায়িক চাহিদা ও প্রস্তাবতি ব্যয়রে ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত সমন্বতি অর্থায়নের সুযোগ থাকবে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ ঋণ এবং ২০ শতাংশ অনুদান দেওয়ার কথা রয়েছে।

নীতমিলা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যাংক ঋণ এবং সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান পাওয়া যতে পারে। ঋণরে ক্ষত্রে কোনো সহায়ক জামানত নেওয়া হবে না।

তবে প্রকৃত ব্যবসায়িক প্রয়োজন, ব্যয় পরিকল্পনা ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে অর্থায়নের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক।

ঋণ ও অনুদানের অনুমোদতি অর্থ একই সময়ে এককালীনভাবে উদ্যোক্তার ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়া হবে। কোনো অর্থ নগদে প্রদান করা হবে না।

তবে নির্ধারণতি সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অথবা অর্থরে যথাযথ ব্যবহার না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণতি হলে বতিরণ করা অনুদানের সমপরিমাণ অর্থ ঋণে রূপান্তর করা হবে। পরবর্তী সময়ে তা সরকারি পাওনা হিসাবে প্রচলতি আইন অনুযায়ী আদায় করা হবে।

অর্থায়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ

বাংলাদেশে ব্যাংক জানয়িছে, ‘উদ্যোগ’ কর্মসূচি শুধু অর্থায়নকেন্দ্রিক নয়। এর আওতায় প্রত্যকে আবদেনকারীকে Financial Literacy Programme-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

নরিবাচতি উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞ মেন্টরে পরামর্শ, ব্যবসা নবিন্ধন ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তরৈতি সহায়তা এবং বাজারে সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পাবেন।

তদবরি করলে বাতলি হতে পারে আবদেন

কর্মসূচরি সুবধি পতে কেোনো পর্যায়ে তদবরি করা হলে সংশ্লিষ্ট আবদেনকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং তার প্রার্থতি বাতলি হতে পারে।

এ ছাড়া আবদেনে অসত্য তথ্য দেওয়া কংিবা অন্যরে ব্যবসায়িক ধারণা নজিরে নামে উপস্থাপন করে সুবধি নেওয়ার চেষ্টা ধরা পড়লে আবদেন যেকেোনো পর্যায়ে বাতলি করা হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবদেনকারীকে কালো তালিকাভুক্ত করার বধিান রয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাংকরে আশা, ‘উদ্যোগ’ কর্মসূচরি মাধ্যমে উপজলো পর্যায়ে সম্ভাবনাময় তরুণদরে ব্যাংক অর্থায়নরে আওতায় এনে নতুন ব্যবসা ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানরে সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি দেশরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তরুণদরে উদ্ভাবনী উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নেওয়ায় কর্মসূচটি ভূমিকা রাখবে।

TAGS:

বাংলাদেশে ব্যাংক

তরুণ উদ্যোক্তা

উদ্যোগ কর্মসূচরি

উদ্যোক্তা অর্থায়ন

ঋণ

অনুদান

এসএমই

কর্মসংস্থান